জেনেটিক হোমিওপ্যাথির লক্ষ্য

জেনেটিক হোমিওপ্যাথির একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে: ক্ষতিকর মিউটেশন হওয়া জিনগুলো স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় করা এবং নিরপেক্ষ ও উপকারী জিনের সাহায্যে সমস্ত মানব দেহস্থ কোষকে ক্ষতিকর জিন (Harmful /mutate Gene) এর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে প্রকৃত স্বাস্থ্য তথা সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক সুস্থ্যতায় ফিরিয়ে আনা। বিস্তারিত জানতে --www.genetichomeopathy.org/

অনুধাবন করুন!

একটি মানুষ তাঁর জীবন শুরু করেন একটি মাত্র কোষের (Zygote) মাধ্যমে। Zygote প্রকৃতপক্ষে একটি মানবদেহের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ, যার মধ্যে এক কোষীয় পরবর্তী অবস্থার সমস্ত Program করা থাকে। ফলে গর্ভে একটি কোষ ধীরে ধীরে মানব শিশুতে পরিণত হয় এবং মায়ের দেহের বাইরে এসে উক্ত Program অনুযায়ী দৈহিক গঠন এবং মানসিকতা পূর্ণতা পায়। কিন্তু এককোষী Zygote-এ না ছিল Heart, lung, brain, kidney, liver ইত্যাদি এবং ছিল না রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ঘৃণা ইত্যাদি; কিন্তু ছিল তার Zygote মধ্যে সবকিছুর Programming। Zygote এর মধ্যে থাকে ২৩টি chromosomes (22 + x অথবা 22 + y) বাবার শরীর থেকে এবং ২৩টি chromosomes (22 + x) মায়ের শরীর থেকে, মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম যার মধ্যে ২২ জোড়া Autosome এবং এক জোড়া Sex chromosome (XY). Chromosome এ থাকে জিন (gene)-যা কিনা বংশগতির ধারক এবং বাহক । এই জিনগুলো DNA এর মধ্যে সাজানো থাকে ; জিনগুলি প্রকট (Dominant), সুপ্ত (Recessive) দুইটি অবস্থায় আমাদের মধ্যে থাকে। **ক্ষতিকর বিকৃত জিনগুলোর(Mutate Genes) কারণে** আমরা –

১)Non communicable Diseases/অসংক্রামক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হই। যেমন- থ্যালাসেমিয়া,ক্যান্সার,ডায়াবেটিস,কিডনী ড্যামেজ,অটিজম,নিউরোলজিক্যাল বিভিন্ন রোগ ...ইত্যাদি। যত দিন যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা শুধু অবাক হচ্ছে নিজের হাতে কামানো mutate Gene কী ভয়ংকর? অথচ একটু চেষ্টা করলেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু ঔষধ(drugs) ইন্ডাস্ট্রি না থাকলে আপনারা অসুস্থ(দূরারোগ্য রোগী) হবেন কিভাবে?

২) আজকের এই সভ্য আধুনিক যুগেও এই যে communicable Diseases ,মহামারী আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া অথচ এত সতর্ক। তাহলে কেন? কারণ আমাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল। আবার communicable Diseases গুলো থেকে যখন তথাকথিত আরোগ্য বলে ঘোষিত হয়; এরপর থেকেই বিভিন্ন Non communicable Diseases প্রকাশ পেতে থাকে। মানুষটি অনেক সাবধানী হয়েও এ থেকে মুক্তি পায় না। কারণ ঐ রোগটি আসলে আরোগ্য হয় নি বরং ভাল ও খারাপ দুধরনের এন্টিবডিই তৈরি হয়েছে আর ক্ষতিকর জিনগুলো সুযোগ সুবিধা নিয়ে প্রকট হচ্ছে। মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-অবস্থা বিকৃত হচ্ছে আর ধীরে ধীরে সেটাও অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে এবং কিছুতেই ছাড়তেও পারে না।

৩) অসুস্থ থেকে ঔষধ ছাড়া দ্রুত সুস্থ হতে পারি না অর্থাৎ~ আমাদের Immune System ঠিকঠাক কাজ করে না। এমনকি একসময় অটোইমিউনিটি (autoimmunity) তৈরি হয় যেটা ভয়ংকর। যেমনঃ ক্যান্সার ,আর্থাইটিস ইত্যাদি। এলার্জী,এসিডিটি ভয়ংকররুপে! **এলার্জী মানেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আর এসিডিটি মানেই হচ্ছে আপনার ইমিউনিটি অত্যন্ত দুর্বল প্রায় ৭০%।** এই কথাগুলো তো আমার বানানো নয় বরং ইমিউনোলজির বিখ্যাত পন্ডিতরাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ আমাদের জানিয়েছেন। এদিকে এন্টিবায়োটিক নামক ইমিউনিটি নষ্টকারি ক্ষেপণাস্ত্র আজ মোড়ে মোড়ে বিক্রি হচ্ছে। ইমিউনিটি বুস্টার নামেও চটকদার বিজ্ঞাপনে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ঢুকিয়ে অজ্ঞতায় মরীচিকাকেই জলাশয় ভাবছে। ইমিউনিটি ঠিক করতে দরকার **জেনেটিক হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করানো ও শরীরের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করা।**

৪) মানুষের হরমোনের (Hormone) ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় কৃত্রিম হরমোন নিতে হচ্ছে , আর স্বাভাবিকভাবেই নিয়মমায়ানুযায়ী ঐ হরমোনজনিত কষ্টের সাময়িক উপশম হলেও শরীরের অন্যান্য হরমোনের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। ফলে কিছুকাল পরে একূল ওকূল দু 'কূল হারিয়ে মানুষটি দিশেহারা। লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে ,খুব সতর্ক চলেও স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা এবং টিকিয়ে রাখা যায় না।

দেখুন সমাজের চিত্র! হিজড়া/ কথিত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ক্রমাগত বাড়ছে জেনেটিক ত্রুটির কারণে। পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রম আজ ঘরে ঘরে ,মহিলারা মুখ দেখাতে পারে না লজ্জায় কারণ তাদের দাড়ি মুচ! ছেলে হয়ে জন্মালেও মেয়ের মত আচরণ/ মেয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করে বরং ছেলের প্রতি আকর্ষণ (Gay)! ঠিক উল্টাও আছে(Lesbian)! Gynecomastia: পুরুষ হয়েও কী যন্ত্রণা ,কাউকে বলা যায় না। সার্জারী করে হয়ত স্তন ঠিক করা গেল কিন্তু এর পিছনের কারণ কে দুর করবে ? যৌন দুর্বলতা/বিকৃতি তো বাদই দিলাম। asexual বলে একটা কথা আছে , যেখানে যৌন ইচ্ছাই বিলুপ্ত হয় – এশ্রেণির সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। আরোও কত হরেকরকম ব্যাপার "Endocrine system"-ই জিনের খেলা!

৫) বৃদ্ধ বয়সের রোগ অকালে দেখা যাচ্ছে। যেমন– ডায়াবেটিস ,রক্তচাপ,লিভার সমস্যা ,কিডনি সমস্যা ,হার্টের সমস্যা ,চোখের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, প্যারালাইসিস,আলজেইমার-পারকিন্সনের মত নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ..ইত্যাদি। সুপ্ত ক্ষতিকর জিন প্রকট করার জন্যই হচ্ছে না!

৬) শিশুদের অবস্থা দেখুন। জেনেটিক ডিজিজ - থ্যালাসেমিয়া,জন্মগত রক্তস্বল্পতা ,ডায়াবেটিস,এজমা,হার্ট লিভার সমস্যা। এতো ছোট বয়সে genetic এর ভুমিকা কোন রোগের পিছনে নেই? ১২ বছর বয়স পর্যন্ত brain develop হয় , এই বয়সের পূর্ব পর্যন্ত সচেতন মন পরিপূর্ণ হয় না। এই বয়সে এলোপ্যাথি ,হোমিও,কবিরাজি,ইউনানী ইত্যাদি ঔষধ কোন রোগের জন্য খাওয়ানো ভয়ংকর ; না বুঝলেও দেহঘড়িতে সারাজীবন এর প্রভাব চলতেই থাকে। শুধুমাত্র 'জেনেটিক হোমিওপ্যাথি জিন ঠিক করতে সাথে রোগের উত্তেজক ও পরিপোষক কারণ ' থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৭) সন্ত্রাসী,লোভী,অহংকারি,হিংসুক,রাগ,হতাশাগ্রস্থ,নেশাআসক্তিসহ সব খারাপগুণ অভ্যাসে পরিণত হতে mutate gene-এর ভুমিকা অনস্বীকার্য।

*****অসুস্থতার কারণ সমুহ দুই রকমের** ১। **fundamental cause /মৌলিক প্রধান কারণ:** আমাদের মধ্যে থাকা Mutate/Harmful Gene

২।exciting and maintaining cause (উত্তেজক এবং পরিপোষক কারণ): অখাদ্য-কুখাদ্য-অতিখাদ্য গ্রহণ,বিভিন্ন microorganism তথা ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া-ফাংগাস -প্যারাসাইটস, বয়স ,লিংগ,রেডিয়েশন,বিভিন্ন ঔষধ নামক ড্রাগস-কেমিক্যাল,কীটনাশক, শারিরীক-মানসিক আঘাত,বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ (কলকারখানার ধূলাবালি-বর্জমিশ্রিত পানিবায়ু),স্যাঁতসেঁতে–সূর্যালোক ও বিশুদ্ধবায়ুহীন আবদ্ধ বাসস্থান ইত্যাদি। [*Genetic Homeopathy বইয়ের ৩য় অধ্যায়]*

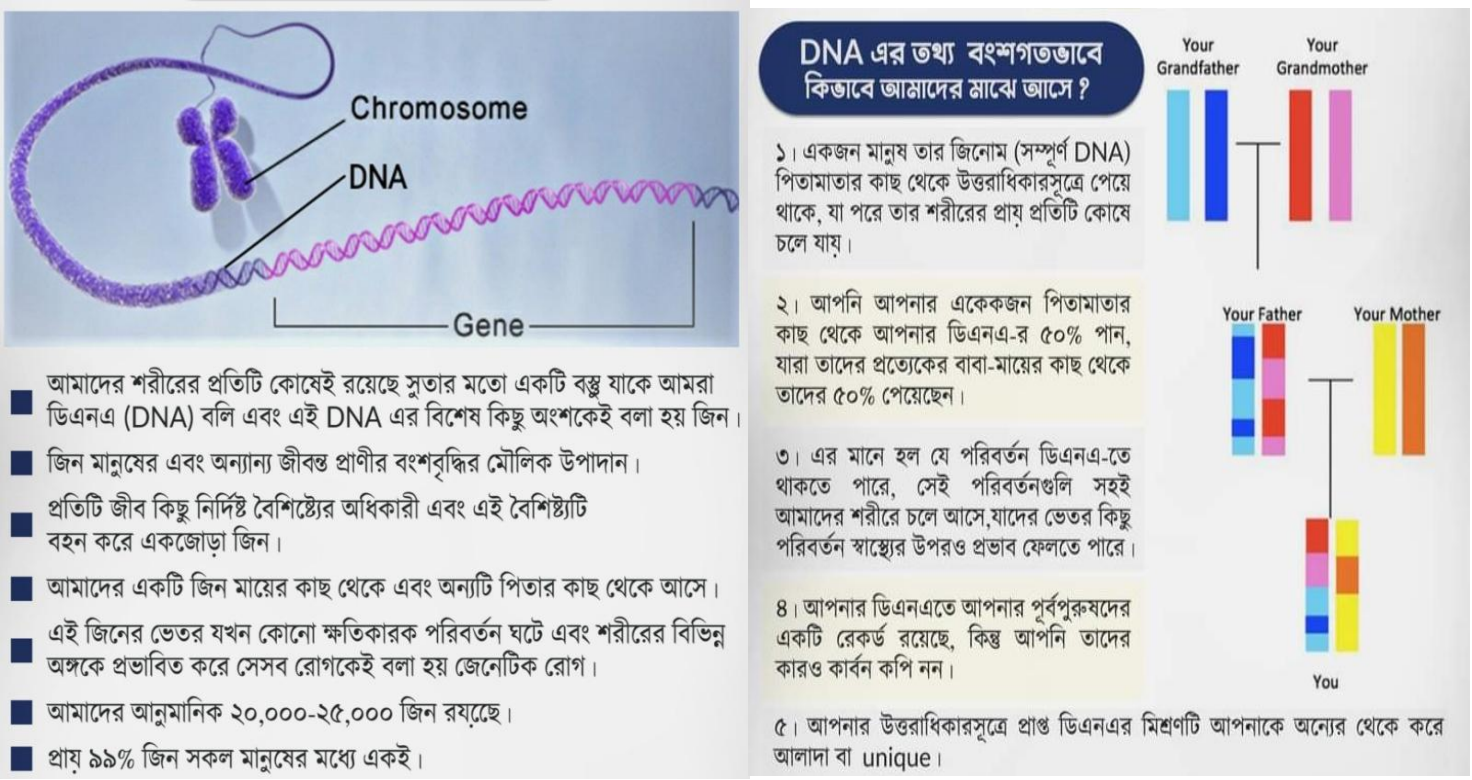

জেনেটিক হোমিওপ্যাথি এবং অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনা

জেনেটিক হোমিওপ্যাথি প্রচলিত সকল প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি হতে ভিন্ন। নিম্নে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো-

১) এটি জিনভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। অন্যান্য চিকিৎসা রোগ বা লক্ষণসমষ্টি বা প্যাথলজি ভিত্তিক চিকিৎসা।

২) সক্রিয়-অতিসক্রিয় বা প্রকট ক্ষতিকর (Active-Overactive/Dominant) জিনগুলো স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় এবং উপকারী জিনগুলো অতিসক্রিয় করাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য। ইমিউনিটি শক্তিশালি হওয়ার পাশাপাশি প্যাথলজিও যাবে। অন্যান্য পদ্ধতিতে শুধুমাত্র লক্ষণসমষ্টি বা প্যাথলজি দূর করাই উদ্দেশ্য।

৩) জেনেটিক হোমিওপ্যাথিতে জেনেটিক ভাবে অসুস্থতামুক্ত হয়ে শারীরিক মানসিক ও সামাজিকভাবে প্রকৃত সুস্থ হয়। অন্যান্য প্যাথিতে সাময়িক উপশম বা চাপা পড়ে ক্ষতিকর জিনগুলোর Activity আরও বেড়ে ভবিষ্যৎ দুরারোগ্য রোগ জটিল করে।

৪) এই চিকিৎসায় জেনেটিক কারণকেই মূল কারণ হিসেবে এবং অন্যান্য Agent, Environment, Age, Sex ইত্যাদিকে উত্তেজিত কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য প্যাথিতে শুধুমাত্র Agent, Environment, Age, Sex এগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে চিকিৎসা।

৫) এখানে প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসায় জেনেটিক হোমিওপ্যাথির বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী জেনেটিক সাদৃশ্যে সুনির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য প্যাথিতে রোগ বা লক্ষণ সমষ্টি বা প্যাথলজির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

৬) জেনেটিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকালে "উপর নিচ,ভিতর বাহির, গুরুত্বপূর্ণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ" এই নিয়মে বিশেষত Herings Law of Cure অনুসরণ করে। প্যাথলজির পাশাপাশি মন-মেজাজ, ঘুম, পায়খানা, সামাজিকতা পর্যালোচনা করে চিকিৎসা এগিয়ে চলে। অন্য চিকিৎসায় শুধুমাত্র প্যাথলজি বা রোগ লক্ষণের ভিত্তিতে চিকিৎসা এগিয়ে চলে। বিস্তারিত জানতে --www.genetichomeopathy.org/about us

৭) জেনেটিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সুনির্দিষ্ট পুর্বনির্ধারিত নিয়মে ঔষধ নির্বাচন করা হয় যাতে ভুল হবে না ইনশাআল্লাহ। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রায়ই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারাও ভুল ঔষধ নির্বাচিত হতে দেখি।

৮) জেনেটিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় Acute & Chronic Diseases-এর আলাদা কোন চিকিৎসা করতে হয় না। অন্যান্য চিকিৎসায় Acute & Chronic Diseases-এর চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। www.genetichomeopathy.org/Advice corner

৯) সমস্ত রোগের চিকিৎসা সম্ভব তবে রোগের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগ এবং বিশেষজ্ঞ নেই। যেমন কার্ডিওলজিস্ট, সাইকিয়াট্রি, অর্থোপেডিক্স etc.

১০) এখানে ব্যবহৃত ঔষধ এতটাই শক্তিশালি যে শরীরের সংস্পর্শ আসা মাত্রই ক্রিয়াসম্পন্ন করতে অত্যন্ত অল্প সময় লাগে।

প্রশ্নঃ Genetic Homeopathic চিকিৎসায় রোগ সারতে কত সময় লাগবে? উত্তরঃ প্রশ্নটির উত্তর জটিল ! কারণ- ১) **Genetic ভাবে কত জটিল-** যেমনঃ রোগটি পিতামাতা-দাদাদাদী-নানানানী-ফুফু-চাচা-ভাইবোন-স্ত্রী/স্বামী অর্থাৎ বংশে কার কার ছিল/আছে? রোগটি কতবছর ধরে? রোগটি পুর্বে আপনার কখনো হয়েছিল কিনা অর্থাৎ চাপা দিয়ে জেনেটিকভাবে আরও জটিল করা কিনা? ? আমাদের চিকিৎসার আগে কত জায়গায় কি কি চিকিৎসা করা হয়েছিল? বিশেষত **প্রচলিত ক্ষতিকর হোমিও। ২) অসুস্থ হওয়ার উত্তেজক ও পরিপোষক কারণ কতটা প্রতিকূলেঃ পরিবেশঃ** বাসস্থান গ্রামে নাকি শহর? বাড়িঘর চারিপাশ আবদ্ধ-স্যাঁতস্যাঁতে নাকি সবুজ গাছপালা ঘেরা-শুষ্ক খোলামেলা আলোবাতাসযুক্ত? রেডিয়েশন ,কেমিক্যাল এগুলো কতটা প্রতিনিয়ত আঘাত করছে শরীরে? **বয়স/লিঙ্গঃ** নারী/পুরুষ এবং শিশু/কিশোর/যুবক/বৃদ্ধ? **জীবনধারণ পদ্ধতিঃ** খাওয়া-দাওয়া অভ্যাস কেমন? বিবাহিত নাকি অবিবাহিত? পেশা কি? পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা? **এবার যদি ২ ধরণের কারণই মোটামুটি স্বাস্থ্যের অনুকুলে হয়।** যত কঠিন-জটিল-পুরাতন রোগই হোক 6 মাসে 90% আরোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কেবল উক্ত রোগমুক্তিই নয় যা এতক্ষণে অবশ্যই বুঝার কথা। সারাজীবন যেকোনো সমস্যায় জেনেটিক হোমিওপ্যাথ বিনা পারিশ্রমিকে পরামর্শ দিবেন ইনশাআল্লাহ। মাসে অন্তত ১-২বার চিকিৎসকের সাথে সশরীরে সাক্ষাৎ প্রয়োজন – **১) অসুস্থ মানুষগুলোর চিন্তাধারার জবাব ২) মানসিক দ্বন্দ্ব দুর ৩) স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান ৪) ঔষধের যথাযথ ব্যবহার বুঝতে।** প্রথম দিকে মাসে অন্তত ২-৪ বার ডাক্তারের চেম্বারে সরাসরি সাক্ষাৎ কাউন্সিলিং-এর জন্য খুব অল্প সময় হলেও দ্রুত আরোগ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে বারবার পর্যালোচনায় “স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ অভ্যাস-কর্ম দূর হয়ে ভাল অভ্যাস-কর্ম” প্রাধান্য বিস্তার করবে।

#সুন্দর_পৃথিবীর_খোঁজে #সুন্দর_পৃথিবীর_জন্য @GENETIC HOMEOPATHY Dare to be Wise (প্রজ্ঞাবান হতে সাহসী হও!)